10-3-51
রূপশ্রী চিত্রপ্রতিষ্ঠানের
নিবেদন!

রূপশ্রী চিত্র প্রতিষ্ঠানের নিবেদন

—রূপান্তর—

প্রযোজনা : কেশব চন্দ্র দত্ত

কাহিনী ও সংলাপ :
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গীতিকার : আশা দেবী

সুরসৃষ্টি : হরিপ্রসন্ন দাস

সঙ্গীত অনুস্থতি : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

চিত্রশিল্পী : সন্তোষ গুহরায়

ঐ সহযোগী : তারক দাস

শব্দযন্ত্রী : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

শিল্পনির্দেশ : ভূপেন মজুমদার

সম্পাদনা : বিশ্বনাথ নায়ক

ব্যবস্থাপনা : জীতেন গল

নৃত্যপরিকল্পনা : অতীন লাল

রসায়নাগারাধ্যক্ষ : অবনী রায়

তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : প্রভাস ভট্টাচার্য্য

স্থির চিত্রশিল্পী : মধু ধর

পরিস্ফুটনা : ফিল্ম সার্ভিসেস্

—সহকারী—

পরিচালনা : নবেন্দু ঘোষ
পিনাকী মুখোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী : অমিয় সেনগুপ্ত

শব্দযন্ত্রী : দেবেশ ঘোষ
মৃণাল গুহঠাকুরতা

সুরসৃষ্টি : বিমল দত্ত

শিল্প নির্দেশ : সুবোধ দাস

সম্পাদনা : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়
শম্ভু দে

ব্যবস্থাপনা : ভবানী ঘোষ
শান্তি মিত্র

পরিস্ফুটনা : বাদল দাস, কমল দাস

তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : কমল, কেষ্ট,
নরেশ, মনোরঞ্জন ও পাঁচু

পরিবেশনা : মানসাটা ফিল্ম
ডিষ্ট্রীবিউটার্স

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

সহযোগী : সুনীল মজুমদার

রূপশ্রী ষ্টুডিয়োতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

—রূপায়ণে—

পাহাড়ী সান্যাল, দেবযানী, দীপক মুখোপাধ্যায়, শোভা সেন, বিপিন মুখোপাধ্যায়, শ্যামলী চক্রবর্ত্তী, কেষ্টধন মুখোপাধ্যায়, শেফালী নায়ক, শিশির মিত্র, শিখারাণী বাগ, জহর রায়, জয়নারায়ণ, সুবী প্রধান, আদল চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় নবেন্দু, পিণাকী, সবিতা, সান্ত্বনা, জিতেন, বুলবুল ও বেবী কাজল প্রভৃতি।

রূপান্তর

—কাহিনী সংকেত—

"দিনের পর দিন রূপসজ্জার অন্তরালে মানুষের মনোরঞ্জনই যার পেশা, তার কাছ থেকে এর বেশি কী আর আশা করেন ?"

সরকারী উকিল তাঁর সওয়াল শেষ করলেন।

আদালতে সমস্ত মানুষের চোখ একসঙ্গে ফিরে গেল কাঠগড়ায় আসামীর দিকে। তাদের দৃষ্টিতে ঘৃণা, বিস্ময়, কৌতূহল। হয়তো একটু করুণাও।

চাঞ্চল্যকর মামলা বইকি। পিতৃহত্যার দায়ে আজ ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে চলেছে মঞ্চের সুন্দরী অভিনেত্রী মণিকা দেবী। ইন্‌স্পেক্টার বসাক তাঁর তদন্তে যে সব সাক্ষী প্রমাণ পেয়েছেন, তা সন্দেহের অতীত। সর্বোপরি আছে মণিকা দেবীর নিজের স্বীকারোক্তি : আমিই আমার বাবা জিতেন্দ্রনাথ ঘোষকে হত্যা করেছি।

কিন্তু কেন ?

কী এর উদ্দেশ্য ?

সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল—কিন্তু এর উত্তর মেলেনা। চির রহস্যের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে একটি মাত্র কথা : কেন ? কী এই হত্যার উদ্দেশ্য ?

অথচ দেবতার মতো মানুষ জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ। নির্মল, নিষ্কলঙ্ক। অজাতশত্রু তিনি। সবাই শ্রদ্ধা করে তাঁকে—সবাই ভালোবাসে। সংসারের দিক থেকে পরম স্নেহশীল পিতা তিনি। এমন মানুষকে কেউ খুন করতে পারে—অন্তত তাঁর মেয়ের হাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে—এ অবিশ্বাশ্য, কল্পনার অতীত।

কিন্তু কল্পনার চেয়েও বুঝি বাস্তব বিচিত্র!

নইলে মণিকার মতো মেয়ে—অমন কোমল, অমন নিষ্পাপ—সেই কি একখানা ধারালো ছোরা বাঁটশুদ্ধ বিঁধিয়ে দিতে পারে তার বাপের বুকে?

সবাই বিশ্বাস করে করুক, তরুণ নাট্যকার সুবীর মিত্র কখনো তা করবেনা। সমস্ত পৃথিবী সে হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী হলেও না।

—"তুমি মণিকার ভালোবাসায় অন্ধ, তাই তোমার চোখ আচ্ছন্ন।" —বন্ধু অসীম বলে সুবীরকে।

—"না এ হতেই পারে না"—সুবীর তবু প্রতিবাদ করে।

—"কেন পারেনা?"—একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে অসীমের মুখে: "শোনো বন্ধু, আমি ডাক্তার। লোকের মনস্তত্ত্ব নিয়েই আমার কারবার। তোমার চেয়ে পৃথিবীতে আমি অনেক বেশি জানি। আমি দেখেছি, সাধারণ ভদ্রমানুষের মনের তলায়ও নরকের কী কালো অন্ধকার! আমি

জানি, চোখের পলকে দেবতার মুখোস খুলে ফেলে কেমন করে আত্মপ্রকাশ করে রক্তলোভী শয়তান !”

—“বক্তৃতা বন্ধ করো অসীম। যা বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো”—অধৈর্য হয়ে ওঠে সুধীর।

অসীমের স্বর মেঘের মত গম্ভীর হয়ে ওঠে : “যদি বলি, বাইরে দেবতার সাজ থাকলেও ভেতরে ভেতরে জিতেন ঘোষ ছিলেন একটা স্কাউণ্ড্রেল ?”

—“অসম্ভব !”

—“যদি বলি, মণিকা জীতেন ঘোষের নিজের মেয়ে নয় ?”

—“নন্‌সেন্স্ !” সুধীর চীৎকার করে ওঠে।

অসীম হাসে।

—“প্রেমে তুমি অন্ধ, তাই সত্যকে দেখেও চিনতে পারছ না !”—শেষ সিদ্ধান্ত জানায় অসীম।

—“না, তোমরাই অন্ধ, সত্যকে তোমরাই আড়ালে সরিয়ে রেখেছ !”—নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সুধীর জবাব দেয়।

* * *

কিন্তু কোথায় সেই সত্য ?

কেমন করে পাওয়া যাবে সেই তিমিরগুণ্ঠিত আলোর সন্ধান ?

জিতেন ঘোষের সম্পত্তি নীলাম হচ্ছে। কিনতে এসেছে বিহারী সমাদ্দার।

অদ্ভুত চেহারা লোকটার। শকুনের মতো চোখ। সুবীরের মনে পড়ে: যেদিন জিতেন ঘোষ খুন হন—সেদিন এই বিহারীই চোরের মতো জিতেনের ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

তবে? তবে?

সুবীর বিহারীকে অনুসরণ করে।

রেগে আগুন হয়ে ওঠে বিহারী।

—"কে হে ছোকরা? আমার পিছু নিয়েছ—কী চাও তুমি?"

—"জিতেন ঘোষের হত্যা-সম্পর্কে"—

কথাটা আর শেষ করতে পারেনা সুবীর। তাকে টেনে বাড়ির মধ্যে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয় বিহারী। গর্জ্জন করে বলে "ইডিয়ট!"

আর সেই বন্ধ দরজার অন্তরালে—

কোর্টে এসে দাঁড়ায় সুবীর। বিগারপতিকে সম্ভাষণ করে বলে, ইয়োর অনার, এই হত্যার উদ্দেশ্য জানতে গেলে আমাদের কুড়ি বছর আগে ফিরে যেতে হবে"—

মণিকার গান

নূতন আলোর কে বাজাবে বীণা
তমসার কারাগারে
কে দেবে আঘাত কে দেবে আঘাত
যুগের বন্ধদ্বারে ॥

মরণ-শয়নে ঘুমাল মুকুল
কে ফোটাবে সেথা জীবনের ফুল
কে ভাসাবে খেয়া দুর্যোগ-রাতে
তুফানের পারাবারে ॥

তিমির রন্ধ্র বন্ধ ভাঙ্গিয়া
এ কোন ছন্দ লাগে
মেলি শতদল প্রাণ চঞ্চল
আলোর কমল জাগে,

দিকে দিকে আজ ওঠে তার সাড়া
কে আছ অন্ধ কোথা পথহারা
না থাকে অরুণ আছে শুকতারা
অকূল অন্ধকারে ॥

সমবেত সঙ্গীত

জাগো জাগো দেশ আর নাই নাই দেরী
আকাশে বাতাসে বাজে সংগ্রাম ভেরী!
শৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্ শৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্
ভেঙ্গে যাক খান্ খান্ দুর্জয় এই পণ ॥

বিদ্যুৎ শিখা সম ঝলকায় তলোয়ার
সহিব এ কতকাল বল আর বল আর
ঝক্ ঝক্ খরসান উজ্জ্বল এ কৃপাণ
জাগো জাগো লাঞ্ছিত জণগণ ॥

শৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্ শৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্
উদ্যত অসি আজ মুক্তির বন্ধন
অগ্নির খরজ্বালা ঝলমল চক্ষে
উতরোল উল্লাস বক্ষে বক্ষে
নির্ভয় দুর্জয় বল আজ জয় জয়
ভালে আঁকো রক্তের চন্দন ॥

মুক্তি প্রতীক্ষায়

একখানি বিরাট চিত্র নিবেদন !

ফিল্মকার

লিমিটেডের

দীদার

পরিচালনা : নীতিন বসু   সুর : নৌ[illegible]দ

শ্রেষ্ঠাংশে : নার্গিশ, অশোক কুমার, দিলীপ কুমার, নিম্মি, ইয়াকুব

পরিবেশক : 'মানসাটা'

মুদ্রণ :: দি প্রিণ্ট ইন্ডিয়া, ৩/১, মোহনবাগান লেন, :কলিকাতা—৪